দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬

অভিভাবকহীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য দুই পদই শূন্য

প্রশাসনিক কাজে অচলাবস্থা

■ আনিসুজ্জামান, স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

তিন সপ্তাহ ধরে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য শূন্য অবস্থায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নতুন উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগ না দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে নজিরবিহীন স্থবিরতা নেমে এসেছে। এর আগে ২০০৯ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি এবং ২০১৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত দুইবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুই পদ শূন্য ছিল।

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদে শূন্যতার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পরীক্ষা কমিটি গঠন, মূলসনদপত্র প্রদান, ভর্তির কার্যক্রম, ফিন্যান্স কমিটির কার্যক্রম, একাডেমিক কমিটির সভা, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ঋণ পাস, অন্যান্য আর্থিক কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজনের অনুমোদন, শিক্ষা ও গবেষণা এবং চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরের যেতে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) প্রদান উল্লেখ্যযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. এন্তাজুল হক ইত্তেফাককে বলেন, 'ভিসি ও প্রোভিসি পদে থাকা অবস্থায় যে কোনো একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থাকলে অপরজন দায়িত্ব পালন করতে পারেন। অথবা উভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থাকলে কোষাধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কিন্তু পদ দুটি শূন্য হলে কোষাধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। তাই বিষয়টি এখন সরকারের ওপর নির্ভর করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সায়েন উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সমস্ত কাজ বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেড লক অবস্থা। রুটিন ওয়ার্কের জন্যও যদি ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাউকে দায়িত্ব দিতো, তাহলে কাজগুলো এগিয়ে নেয়া যেতো। কিন্তু বারবার মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেও কোনো ফল হচ্ছে না।'

২০১৩ সালের ২০ মার্চ চার বছরের জন্য উপাচার্য পদে নিয়োগ পাওয়া অধ্যাপক মুহাম্মদ মিজান উদ্দিন ও উপ-উপাচার্য পদে অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জাহান তাদের মেয়াদ শেষে গত ২০ মার্চ নিজ নিজ বিভাগে যোগদান করেছেন। ওই দিনই রেজিস্ট্রার দফতর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদে শূন্যতা ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দিক নির্দেশনা চেয়ে চিঠিও দেয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এখনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এমনকি কোনো দিক নির্দেশনাও আসেনি।

প্রশাসনিক শীর্ষ দুই পদ শূন্য থাকায় অন্যান্য দফতরগুলোও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্টরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরে উপাচার্যের স্বাক্ষরের জন্য প্রায় ৬শ সার্টিফিকেট প্রস্তুত (প্রিন্ট) রয়েছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কাজে যেতে এনওসির জন্য অর্ধশতাধিক আবেদন জমা পড়েছে। দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য পাসপোর্টের জন্য অনুমোদন চেয়ে অনুরূপ সংখ্যক আবেদনও জমেছে। পুনঃভর্তি এবং বিলম্বে পুনঃভর্তি জন্যও অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীর আবেদন একাডেমিক শাখায় পড়ে রয়েছে। এছাড়া বছরের শুরুর দিকে হওয়ায় বেশ কয়েকটি বিভাগের পরীক্ষা কমিটি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন ও ফল প্রকাশ আটকে রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কাজের আর্থিক অনুমোদন, সিন্ডিকেট সভা, শিক্ষা ছুটি ও পদোন্নতির আবেদন অনুমোদনের মতো কাজগুলো আটকে রয়েছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সাংবাদিকদের বলেন, 'যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি না থাকলে প্রশাসনিক কাজে ব্যাঘাত ঘটে এবং অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই ভিসি দ্রুত সময়ে নিয়োগ দিলে ভালো হয়। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কারণে দেরি হচ্ছে তা আমি বলতে পারব না। তবে আমরা প্রত্যাশা করছি, দু-একদিনের মধ্যে নিয়োগ হয়ে যাবে।

১৯৭৩ সালে প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশের ১১(২) ধারা অনুযায়ী, অসুস্থতা, পদত্যাগ বা অন্য কোনো কারণে উপাচার্য পদ খালি থাকলে, তা পূরণে চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অধ্যাদেশের এই ধারাটি অনুসরণ করে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রগুলো বলছে, প্রচলিত নিয়মে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগ দেয়ার এখতিয়ার চ্যান্সেলর তথা রাষ্ট্রপতির রয়েছে।